দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...13 JUL 2008...
পৃঃ ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

# শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা

দীর্ঘদিন ধরেই আমি আমাদের সরকারের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কটাকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছিলাম। ৮৭ সালের দিকে আমি যখন কম্পিউটার জগতে প্রবেশ করি তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন এক কর্মকর্তার লেখা একটি বই নাকি মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য ছিল। তবে সেটি তখনও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদনের নিয়মনীতি মেনে চালু ছিলো বলে মনে হয় না। কারণ তখনও কোন স্কুলে এই বিষয়টি পড়ানো হয়েছে বলে জানা যায়নি।

স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন এক সময়ে শেখ শহীদুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তখন তিনি বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলের বিষয়টি কম্পিউটারে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন থেকেই কম্পিউটারকে একটি বিষয় হিসেবে পাঠ্য করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি দেন দরবার করতে থাকে। কিন্তু তবুও এ বিষয়ে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। এরশাদ তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেও শিক্ষা খাতের জন্য ফলাফল প্রকাশ করা ছাড়া শিক্ষাখাতে তেমন আর কিছু ভাবতে পারেননি।

এরশাদের পতনের পর বেগম খালেদা জিয়ার সরকার কম্পিউটার সমিতির দাবিকে সামনে নিয়ে যাবার জন্য ৯২ সালে স্কুল-কলেজে কম্পিউটার শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত করে। সেই পাঠক্রম অনুসারে বই লিখে কোর্সটি চালু করতে করতে সময় লেগে যায় চার বছর। ১৯৯৬ সালে এসএসসিতে কম্পিউটার বিষয়টি চালু হয়। কারিকুলাম নিয়ে ক্ষোভ থাকার পরেও আমি এসএসসি পর্যায়ে কম্পিউটার কোর্স চালু করার জন্য পাঠ্যবই লেখার দায়িত্ব নিই এবং ১৯৯৬ সালে সেই বই দিয়ে এসএসসি পর্যায়ে কম্পিউটার বিষয়টি চালু হয়। এরপর ১৯৯৮ সালে এইচএসসি পর্যায়ে এই কোর্সটি চালু হয়। তখনও আমার বইটিই ছিল একমাত্র পাঠ্যপুস্তক। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক; দুটি স্তরের পাঠক্রম নিয়েই আমার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। যারা এই কারিকুলাম প্রণয়নের কর্তা ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা গায়ের জোরে বিলুপ্তপ্রায় বিষয়বস্তু (যেমন ডস ও ডসভিত্তিক এ্যাপ্লিকেশন, বেসিক, কিউবেসিক) এই কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করেন। আমাদের কোন বক্তব্য তারা শুনতে রাজি হননি। আমাদের শিক্ষার্থীরা এখনও তার দায় বহন করছে। কিন্তু যেহেতু আমি চেয়েছি যে, এই বিষয়টি অন্তত চালু হোক সেজন্যই প্রধানত শিক্ষাবিদদের প্রণীত কারিকুলাম আমরা মেনে নিই। এখন মনে হয়, সেটি আমাদেরও একটি বড় ভুল ছিল। সেদিনই কারিকুলাম প্রণেতাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে বিদ্রোহ করা জরুরী ছিল। এখন আরও মনে হচ্ছে যে, ৯২ সালের কারিকুলাম কমিটিতে যেসব বিশেষজ্ঞরা ছিলেন তাঁদের এখন জাতির সামনে এনে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য করা উচিত। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা যে সামনে যেতে পারছে না তার জন্য যে এরা কত ভয়ঙ্করভাবে দায়ী সেটি ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

১৯৯৭ সালে জেআরসি কমিটিতে আমরা শিক্ষায় কম্পিউটারের গুরুত্ব দিতে পেরেছিলাম বলেই সরকার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় কম্পিউটার ...

কিউ বেসিক। কিউ বেসিক এখন কোন কম্পিউটারে ইনস্টল করাও যায়না।

২) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর গণিত নিতে গেলে কম্পিউটার বিষয়টি নিতে পারে না। বিষয়টি চতুর্থ অপশনাল বিষয় হিসেবে নিতে হয় বলে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা প্রধানত উচ্চতর গণিত পাঠ করে থাকে।

৩) মাইক্রোসফটের সহায়তায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরও এই বিষয়ে পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না। এই বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কোন শিক্ষক পদ নেই। এই পদে নিয়োগের জন্যও কোন সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।

১) যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়টি শিক্ষা দেয়া হয় তার প্রায় সবই প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসবলিত কম্পিউটার ল্যাব নেই।

সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল যে এসব সমস্যার বিষয় সম্পর্কে অবহিত নয় তা নয়। বরং এসব বিষয়ে এনসিটিবি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ২০০৮ সালেও আমি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রম বিষয়ে লিখিতভাবে এনসিটিবির চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি এবং চেয়ারম্যান মহোদয় মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব সমস্যার সমাধানে তেমন কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

গত ৪-৫ জুলাই ২০০৮ রাজেন্দ্রপুরে আইসিটি পলিসি নিয়ে দুদিনব্যাপী আলোচনার সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের সঙ্গে (খালিদ হোসেন) আমার এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং তিনি আমাকে প্রধান উপদেষ্টাকে প্রদত্ত একটি প্রতিবেদনের কপি সরবরাহ করেন। উপরে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র ধরে যেসব তথ্য প্রদান করেছি তার সবই সেই প্রতিবেদন থেকে নেয়া। তার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, আইসিটি টাস্কফোর্স এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করার প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইসিটি নামক একটি বিভাগ চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। যদিও বিস্তারিত বলা নেই, তবুও আমার মনে হচ্ছে, এটি হবে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান এমন আরও একটি শাখা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ে এই বিষয়টি চালু হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে একটি কমিটিও গঠন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এই কমিটির আহ্বায়ক এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), কার্যনির্বাহী পরিচালক- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, মহাপরিচালক-কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, চেয়ারম্যান এনসিটিবি এবং পরিচালক আইআইসিটি-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান কে এম আলী রেজা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (কারিগরি) মোঃ আকতারুজ্জামান তালুকদার এই কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন। মোট ৮ সদস্যের ৭ আমলা এবং ১ জন শিক্ষাবিদ। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পখাতের কেউ এই কমিটিতে নেই। এই খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন কম্পিউটার বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের লেখক, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ; এমনদের কেউই এই কমিটিতে নেই।